তিনবার হাঁক দেবার কথা—ও একবারেই তিনবার করে হাঁক দিয়ে ঘরে এসে শোয়।

দেবু সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ভূপাল বলিল—আমি সেটা করি না,—পণ্ডিতমশায়। গোমস্তামশায় এসে গিয়েছেন আজ।

—এসে গিয়েছেন? এত সকালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার সকাল-সকালই বটে। সেটেল্‌মেণ্টার এসেছে কিনা।

—সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্প?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ধূমধাম কত, তাঁবুটাবু নিয়ে সে বিশ-পঁচিশখানা গাড়ী। শুনছি 'খানাপুরী' আরম্ভ হবে ৭ই পৌষ হ'তে। আজই সন্ধেতে বোধ হয় ঢোল সহরত হবে। খেয়েই আমাকে কঙ্কণা যেতে হবে।

সেটল্‌মেণ্টের খানাপুরী? সমস্ত মাঠ জুড়িয়া পাকাধান—সেই ধানের উপর লোহার শিকল টানিয়া—বুটজুতার ধান মাড়াইয়া—খানাপুরী?

ভূপাল বলিল—ধান এবার মাঠেই ঝাড়াই হবে পণ্ডিতমশায়।

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে অন্যায়! এ-যে অবিচার!

তেরো

"যিনি করেন 'ইতুলক্ষ্মী' তাঁর ভাগ্যি হয় ব্রতকথার 'ঈশনে'—মানে 'ঈশানীর' মত। ধান, কলাই, ছোলা, মুগ, গম, যব, সরষে, তিসি, নানান ফসলে থৈ থৈ করে ক্ষেত, গাড়ীতে গাড়ীতে তুলে ফুরোয় না। খামার জুড়ে মরাই বেঁধে কুলোয় না। একমুঠো তুলতে দু-মুঠো হয়। তার ক্ষেত-খামার ভাঁড়ার ভরে মা লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে বাস করেন। ঘর ভরে যায় সন্তান সন্ততিতে, গোয়াল ভরে ওঠে গরুতে-বাছুরে; গাছ-ভরা ফল, পুকুর-ভরা মাছ, লক্ষ্মীর হাঁড়িতে কড়ি, আট অঙ্গ সোনা-রুপোয় ঝল্‌-ঝল্‌ করে। বউ বেটা আসে, নাতি-নাৎনী পাশে শুয়ে স্বামীর কোলে মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে।"

ব্রতকথা শেষ করিয়া 'উলু' 'উলু' হুলুধ্বনি দিয়া দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা শেষ করিয়া প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা এবং পদ্মও হুলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিল। দুর্গার কণ্ঠস্বর যেমন তীক্ষ্ণ, তাহার জিভখানিও তেমনি লঘু চাপল্যে চঞ্চল,—তাহার হুলুধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা হইয়া উঠিল মুখরিত। প্রণাম করিয়া সুপারীটি দেবুর স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া সে সরবে হাসিয়া, উঠিয়া বলিল—বিলু দিদি,

ভাই কামার-বউ, মরণকালে তোমরা কেউ আমাকে স্বামী ধার দিয়ো ভাই কিন্তুক!

দেবুর স্ত্রীর নাম বিল্ববাসিনী—ডাক-নাম বিলু। বিলু হাসিল। তাহার স্বামীকে সে জানে, সে রাগ করিল না। অন্য কেহ হইলে এই কথা লইয়া একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিত। এই সুরূপা স্বৈরিণী মেয়েটা যখন মৃদু বাঁকা হাসি হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হয়, তখন এই অঞ্চলের প্রতিটি বধূই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। লজ্জা নাই ভয় নাই—পুরুষ দেখিলেই তাহার সহিত দুই-চারিটা রসিকতা করিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যায়!

পদ্মও রাগ করিল না। কয়েকদিন হইতেই দুর্গা তাহার বাড় আসা যাওয়া সুরু করিয়াছে। অনিরুদ্ধকে সে একখানা দা গড়িতে দিয়াছে, সেই তাগাদায় সে এখন দুই বেলা যায় আসে—অনিরুদ্ধের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করে—হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে পদ্মের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু খরিদ্দারকে কিছু বলা চলে না। তাছা ছাড়াও, ইদানীং পদ্ম যেন অকস্মাৎ পাল্টাইয়া অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ যেন তাহার জীবনে একটা সকরুণ উদাসীনতা আসিয়া তাহাকে অচ্ছেদ্য করিয়া সারাজীবনটাকে জুড়িয়া বসিয়াছে; এই শীতকালের ভোরবেলার কুয়াশার মত। ঘর ভাল লাগে না, কাজ ভাল লাগে না, অনিরুদ্ধ সম্পর্কেও তাহার সেই সর্বগ্রাসী আসক্তিও যেন হতচেতন মানুষের বাহুবন্ধনের মত ক্রমশ এলাইয়া পড়িয়াছে। অনিরুদ্ধ-দুর্গার রহস্য-লীলা সে চোখে দেখিয়াও কিছু বলে না, বলিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আজও সে রাগ করিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবুর শিশু-পুত্রকে আপনার কোল হইতে বিলুর কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল—আমার তো ভাই ওইটুকুই পুঁজি! বাদবাকী গরু-বাছুর-বউ-বেটা—বলে 'শির নেই তার শিরঃপীড়া!'—নাতি-নাতনী!—বলিয়া সে একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল—তাও না-হয় তুই নিস।—তারপর সে উঠিয়া বলিল—চলি ভাই, পণ্ডিতগিন্নী।

বিলু তাহার হাত ধরিয়া বলিল—জল খাবার নেমন্তন্ন দিয়ে গিয়েছে—তোমার বরের বন্ধু। দাঁড়াও একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও।

বিলুর কোলের শিশুটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বার বার চুমা খাইয়া পদ্ম বলিল—খোকনমণির 'হামি' খেয়ে পেট ভরে গিয়েছে। এর চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় নাকি?

—না, তা' হবে না।

—তবে দাও ভাই, খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই। ইতুর পেসাদ মুখে দিয়ে খাই কি করে বল? পণ্ডিত না হয় এ সব জানে না, পণ্ডিতগিন্নীকে তো আর বলে দিতে হবে না!

পথে বাহির হইয়া দুর্গা বলিল—বিলুদিদি আমার ভারী ভাল মানুষ। যেমন পাণ্ডত, তেমনি বিলুদিদি! তবে পণ্ডিত একটুকুন কাঠ কাঠ, রস কম।

পদ্ম কিন্তু দুর্গার কথা যেন শুনিলই না।—আমাকে ভাই ছিরু পালের বাড়ীর সামনেটা পার করে দাও।

—মরণ! এত ভয় কিসের? দিনের বেলায় ধরে খেয়ে নেবে নাকি?—দুর্গা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। কথাটা বলিয়াও দুর্গা কিন্তু পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পদ্ম বলিল, ওকেই বলি ভাগ্যিমানী। বড়লোক না হোক 'ছচল-বচল' সংসার, তেমনি স্বামী আর ছেলেটি—! আহা, যেন পদ্মফুল! যেমন নরম, তেমনি কি গা-ঠাণ্ডা! কোলে নিলাম—তা' শরীর আমার যেন জুড়িয়ে গেল।

—মা সোন্দার, তার ওপর বাপ কেমন সোন্দার, ছেলে সোন্দার হবে না!

পদ্ম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—কোনো কথা সে বলিল না। পথে একটা বছর ছয়-সাতের ছোট ছেলে আদিম কালের বর্বর আনন্দে পথের ধূলার উপর বসিয়া মুঠা-মুঠা ময়দার মত ধূলা আপন মাথায় চাপাইয়া পরমানন্দে হাসিতেছিল। দুর্গা বলিল—এই দেখ, যেমন কপাল-তেমনি গোপাল। যেমন লক্ষ্মীছাড়া বাপ-মা—তেমনি ছেলের রীতিকরণ।

ছেলেটি সদ্‌গোপবংশীয় তারিণীচরণের। তারিণীচরণ একজন সর্বস্বান্ত চাষী, যথাসর্বস্ব তাহার বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে। সে এখন বাউড়ী, ডোম প্রভৃতি শ্রমিকদের মত দিন মজুর খাটিয়া খায়। তারিণীর স্ত্রীও উপযুক্ত সহধর্মিণী, প্রায় সমস্ত দিনটাই ওই বাউড়ী-ডোমের মেয়েদের মত ঝুড়ি লইয়া বনে-বাদাড়ে-বাগানে কাঠ সংগ্রহ করে, শাক খুঁটিয়া আনে, ডোবায় পাঁক ঘাঁটিয়া মাছ ধরে। ওগুলা কিন্তু তারিণীর স্ত্রীর বাহ্যাড়ম্বর, ওই অজুহাতে সে চুরি করিবার বেশ একটি সুযোগ করিয়া লয়। আম-কাঁঠাল শসা-কলা-লাউ-কুমড়া কোথায় কাহার ঘরে আছে—সে সব নখদর্পণে। শাক-কাঠ সংগ্রহের অছিলায় সে আশে-পাশেই ঘুরিয়া বেড়ায়। আর সুযোগ পাইলেই পটাপট ছিঁড়িয়া ঝুড়ির তলায় ভরিয়া লইয়া পলাইয়া আসে। আর ওই শিশুটা এমনি করিয়া পথে বসিয়া ধুলা মাখে—কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া আপনিই ঘুমাইয়া পড়ে হয়তো আপনাদের ঘরের অনাচ্ছাদিত দাওয়ায় অথবা কোন গাছের তলায়, ঠাঁই বাছাবাছি নাই। কোন কোন দিন দূর-দূরান্তেও গিয়া

পড়ে ; বাপ মারে খোঁজে না, চিন্তিত হয় না। ছেলেটা আপনিই আবার ফিরিয়া আসে।

—সর রে, ছেলেটা সর। ধুলো দিস না বাপু, কাল ধোয়া কাপড় পরেছি।—দুর্গা রূঢ় তিরস্কারে সাবধান করিয়া দিল।

—ইঃ! বলিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া ছেলেটা একমুঠা ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দোব ছেলের কথা নিঙ্‌ড়ে। দুর্গা কঠোরস্বরে শাসাইয়া দিল। ধোয়া কাপড়ে ধূলার ছিটা তাহার কোন মতেই সহ্য হইবে না।

—মিষ্টি দোব, বাবা? মিষ্টি খাবে? পদ্ম ছেলেটিকে তাহার বঞ্চিত জীবনের সকল আকুতি জড়াইয়া সাদরে সম্ভাষণ করিল।

ধূলার মুঠাটা নামাইয়াও ছেলেটা বলিল—মিছে কথা। উঁ! ভারী চালাক তুই।

আপনার খুঁট খুলিয়া পদ্ম বিলুর দেওয়া মিষ্টিটি বাহির করিয়া বলিল—এইবার ধুলো ফেলে দাও! লক্ষ্মীটি!

—উঁ-হু। তু আগে ওইখানে ফেলে দে!

—ছি, ধুলো লাগবে। হাতে হাতে নাও।

—হিঃ! তাহ'লে তু ধরে মারবি।

—না, মারব ক্যানে?

—না, তু ফেলে দে ক্যানে।

—দাও হে, তাই ফেলে দাও। ধুলো! বলে—আঁস্তাকুড়ের পাতা কুড়িয়ে খায়। ধুলো! দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহার রাগ হইতেছিল। সেও বন্ধ্যা কিন্তু তাহার ছেলে ছেলে করিয়া আকুতি নাই।

পদ্ম কিন্তু মিষ্টিটি ফেলিয়া দিতে পারিল না, একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর নীরবেই পথে অগ্রসর হইল।

—কামার-বউ! সকৌতুকে দুর্গা তাহাকে ডাকিল।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মাটির উপর চোখ রাখিয়া পদ্মর পথে-চলা অভ্যাস; সে তেমনি ভাবেই চলিতেছিল। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল—কি?

—ওই দেখ।

—কি? কোথা? কে?

ও যে ছামুতে হে !

দুর্গা খুক খুক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথার ঘোমটা খানিকটা সরাইয়া মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়াই সে আবার তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। সম্মুখেই ছিরু পালের খামার বাড়ীর দরজার মুখে মোড়া পাতিয়া বসিয়া আছে। একা নয়, পাশেই বসিয়া আছে আরও একটা লোক; লোকটার চোখ দুইটা ভাঁটার মত গোল-গোল এবং লালচে। নাকটা থ্যাবড়া এবং নাকের পাশে প্রকাণ্ড এক জোড়া বাহারের গোঁফ লোকটাকে বেশ একটা চেহারা দিয়াছে। যে চেহারা দেখিয়া মেয়েরা একটা অস্বস্তি বোধ করে। তাহারা দু'জনেই তাহাদেরই দিকে চাহিয়া আছে। ও-লোকটাকেও পদ্ম চেনে—লোকটা জমিদারের গোমস্তা! দ্রুতপদে পদ্ম স্থানটা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গার কিন্তু সেই মন্থর গতি-ভঙ্গিমা!

গোমস্তা একবার দুর্গার দিকে চাহিল—তারপর ফিরিয়া তাকাইল শ্রীহরির দিকে। তারপর প্রশ্ন করিল—দুর্গার সঙ্গে কে হে পাল?

—অনিরুদ্ধের পরিবার!

—হুঁ! দুর্গার সঙ্গে জোট বেধে বেড়াচ্ছে ক্যানে হে?

—পরচিত্ত অন্ধকার, কি করে জানব বলুন!

—দুর্গা কি বলে? খায়?

শ্রীহরি গম্ভীরভাবে বলিল—আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি, দাশ মশায়; দুর্গার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলি না।

সবিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাশ বলিল—বল কি হে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিকারী গোঁফ জোড়াটা নাচিয়া উঠিল। ওইটা দাশের মুদ্রাদোষ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ? ব্যাপার কি?

—নাঃ। ও নীচ-সংসর্গ ভাল নয় দাশজী! সমাজে ঘেন্না করে, ছোট-লোকে হাসে। নিজের মান-মর্যাদাও থাকে না।

ঘরে আগুন দিবার ব্যাপারটা লইয়া দুর্গার সঙ্গে শুধু তাহার কলহই হয় নাই, মনে মনে সে একটা প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতেছে। মনে হইতেছে শুইবার ঘরে সে সাপ লইয়া বাস করিতেছে। সাপ নয়, সাপিনী। সে দুর্গা!